জনতা ব্যাংক লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

আরসিডি সার্কুলার নং- ৫০/১৫

তারিখ ঃ ১৭/০৯/২০১৫ খ্রিঃ
০২ আশ্বিন ১৪২২ বাং

সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক/
সহকারী মহাব্যবস্থাপক
জনতা ব্যাংক লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়/বিভাগীয় কার্যালয়/
লোকাল অফিস/এরিয়া অফিস/কর্পোরেট শাখা/
সকল শাখা ব্যবস্থাপক
বাংলাদেশ।

বিষয় ঃ 'দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম' এর নীতিমালা প্রণয়ন প্রসঙ্গে।

দেশের বেকার যুবকদের আত্মকর্মসংস্থান, পুষ্টি চাহিদা পূরণসহ গুঁড়াদুধ ও দুগ্ধজাত সামগ্রীর আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ার্থে দুগ্ধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন অতীব প্রয়োজন। এ প্রেক্ষিতে বকনা বাছুর ক্রয় ও লালন-পালনপূর্বক কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে দুগ্ধবতী গাভীতে পরিণত করতঃ দুধের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ খাতে অধিকতর ঋণ প্রবাহের নিমিত্তে বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ ও আর্থিক সেবাভুক্তি বিভাগ কর্তৃক দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতে ৫ (পাঁচ) বছর পর্যন্ত নবায়ন/আবর্তনযোগ্য (Revolving) ২০০.০০ (দুইশত) কোটি টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন স্কীম গঠন করা হয়। উক্ত পুনঃঅর্থায়ন স্কীম পরিচালনার নিমিত্তে 'দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম' নামে ঋণ কর্মসূচি ও এর নীতিমালা প্রণয়ন করতঃ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহে প্রেরণ করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালার আলোকে অত্র ব্যাংক কর্তৃক 'দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম' এর নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়, যা ১৬/০৯/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যাংকের বোর্ড অব ডিরেক্টরস এর ৩৯৩তম সভায় অনুমোদিত হয়। উক্ত ঋণ কর্মসূচির নীতিমালা নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ-

১। কর্মসূচির নাম ঃ "দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম"।

২। উদ্দেশ্য ঃ বাংলাদেশকে দুধে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে দুগ্ধ উৎপাদন।

৩। ঋণের কর্মকান্ড ঃ অনধিক তিন মাসের মধ্যে প্রজননক্ষম হতে পারে এমন বকনা বাছুর ক্রয়ের জন্য ঋণ প্রদান করা যাবে। এক্ষেত্রে, দেশী জাতের (Indigenous) বকনা বাছুরকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৪। ঋণসীমা ঃ প্রতিটি বকনা বাছুর ক্রয়ের জন্য ৪০,০০০/- (চল্লিশ হাজার) টাকা এবং রক্ষণাবেক্ষণ/ লালনপালনের জন্য ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা অর্থাৎ প্রতিটি বকনা বাছুরের জন্য সর্বোচ্চ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা ঋণ প্রদান করা যাবে। সর্বোচ্চ ৪(চার)টি বকনা বাছুর ক্রয়ের জন্য অনধিক ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা এ কর্মসূচির অধীনে ঋণ প্রদান করা যাবে।

৫। ঋণপ্রাপ্তির যোগ্যতা ঃ সুবিধাভোগী উদ্যোক্তা হবেন প্রকৃত খামারী (একক ও যৌথ)। তবে সুবিধাভোগী উদ্যোক্তা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারী এবং প্রান্তিক খামারীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৬। ঋণ পরিশোধের মেয়াদ ঃ ৫৪ (চুয়ান্ন) মাস।

৭। গ্রেস পিরিয়ড ঃ ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধের জন্য অনধিক ১৪ (চৌদ্দ) মাস গ্রেস পিরিয়ড পাবেন।

৮। ঋণের সুদের হার ঃ গ্রাহক পর্যায়ে সুদের হার হবে ৫% সরল সুদ। দন্ড সুদ প্রযোজ্য হবে না।

৯। ঋণ বিতরণকারী শাখা ঃ গ্রেড নির্বিশেষে সকল শাখা।

১০। ঋণ মঞ্জুরি ক্ষমতা ঃ শাখা ব্যবস্থাপক।

১১। ঋণের জামানত ঃ ক) ক্রয়কৃত বকনা বাছুর হাইপোথিকেশনে থাকবে।
খ) ব্যাংকের নিয়মানুযায়ী চার্জ ডকুমেন্ট সম্পাদন করতে হবে।
গ) ঋণগ্রহীতার নিকট হতে ঋণ পরিশোধের বিষয়ে ব্যক্তিগত গ্যারান্টি গ্রহণ করতে হবে।
ঘ) ঋণগ্রহীতার পক্ষে ব্যাংকের নিকট গ্রহণযোগ্য তৃতীয় পক্ষীয় অপর ব্যক্তির নিকট হতে গ্যারান্টি গ্রহণ করতে হবে। তৃতীয় পক্ষীয় অপর ব্যক্তি বলতে সংশ্লিষ্ট এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাসরত প্রাইমারী স্কুল/হাই স্কুল/কলেজের শিক্ষক/পোষ্টমাস্টার/মসজিদের ইমাম/পল্লী ডাক্তার/সরকারী/আধা-সরকারী/ স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা এবং সমাজের সম্মানিত/গণ্যমান্য ব্যক্তিকে বুঝাবে।
ঙ) ঋণগ্রহীতা মহিলা হলে তাঁর স্বামী/পিতা/ভাই/পুত্র/নিকট আত্মীয় এর নিকট থেকে অতিরিক্ত গ্যারান্টি গ্রহণ করতে হবে।
চ) বকনা বাছুর ক্রয়ের রশিদ/হাসিল অপরাপর ডকুমেন্টের সাথে সংরক্ষণ করতে হবে।
ছ) ঋণ অনাদায়ী থাকা অবস্থায় বকনা বাছুর/গাভী বিক্রয় করতে পারবে না মর্মে অঙ্গীকারনামা গ্রহণ করতে হবে।

১২। ঋণ বিতরণ পদ্ধতি ঃ ক) আবেদনকারী কর্তৃক বকনা বাছুরের জন্য নিজ খরচে নির্দিষ্ট পরিমাপের ঘর/শেড তৈরিকরণ এবং যাবতীয় দলিলাদি সম্পাদনের পর ঋণ বিতরণ করতে হবে।
খ) ঋণের অর্থ ঋণগ্রহীতাকে সরাসরি প্রদান না করে ক্রয়কৃত বকনা বাছুরের মূল্য তাদের সরবরাহকারীকে পেমেন্ট অর্ডারের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে। অথবা বকনা বাছুর ক্রয় বাবদ অর্থ এককালীন বা ক্রয়তব্য বাছুরের আনুপাতিক হারে ঋণগ্রহীতার সঞ্চয়ী হিসাবে জমা করতে হবে। শাখা ব্যবস্থাপক/ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে ঋণের অর্থ দ্বারা বকনা বাছুর ক্রয় করতে হবে এবং বকনা বাছুর ক্রয় করা হয়েছে মর্মে শাখা ব্যবস্থাপক/ব্যাংক কর্মকর্তার ক্রয় সংক্রান্ত প্রত্যয়ন পত্র নথিভূক্ত করতে হবে।
গ) কৃষি ঋণের পাশ বই ইস্যুপূর্বক পাশ বইয়ের মাধ্যমে ঋণ বিতরণ করতে হবে।

চলমান পাতা- ২

বিষয় ঃ- 'দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম' এর নীতিমালা প্রসঙ্গে।

১৩। ঋণ আদায় পদ্ধতি ঃ ঋণের ১ম কিস্তি বিতরণের পর বিতরণের তারিখ হতে ১৫(পনের)তম মাসে আদায়যোগ্য হবে এবং সুদসমেত সমূদয় অর্থ মাসিক কিস্তিতে আদায়/পরিশোধ করতে হবে। উল্লেখ্য, ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ) হাজার টাকা ঋণের ক্ষেত্রে প্রতি কিস্তির পরিমাণ হবে ১,৪৩০/- টাকা (আসল ১,২৫০/- টাকা + সুদ ১৮০/- টাকা)। সুদ কম-বেশি হলে শেষ কিস্তির সঙ্গে সমন্বয়যোগ্য হবে।

১৪। রেয়াতি সুদে বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে আর্থিক ক্ষতিপূরণ ঃ ক) বার্ষিক কৃষি ঋণ কর্মসূচির আওতায় উক্ত খাতে রেয়াতি সুদে প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে আদায়কৃত/সমন্বয়কৃত ঋণ হিসাবসমূহের বিস্তারিত তথ্য (যেমন- মোট ঋণগ্রহীতার সংখ্যা, ঋণ মঞ্জুরের সময়কাল, বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ, রেয়াতি সুদ আরোপের ফলে মোট ক্ষতির পরিমাণ ইত্যাদি) সংশ্লিষ্ট বছর সমাপ্তির পরবর্তী ০১(এক) মাসের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট ৫% হারে ক্ষতিপূরণের আবেদন করতে হবে।

খ) ঋণ বিতরণকারী শাখাগুলো রেয়াতি সুদে বিতরণকৃত ঋণগ্রহীতাদের তালিকাসহ এতদসংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি যেমন- ঋণের খাত, ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা, বকনা বাছুরের সংখ্যা, ঋণ মঞ্জুরি ও বিতরণের তারিখ, বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ, ঋণের মেয়াদ, সমন্বয়ের তারিখ ইত্যাদি সংরক্ষণ করবে। তাছাড়া, শাখা আলোচ্য খাতে রেয়াতি সুদে প্রদত্ত ঋণের আদায়কৃত/সমন্বয়কৃত ঋণ হিসাবের বিস্তারিত তথ্য {যেমন- ঋণগ্রহীতার নাম, ঋণের হিসাব নম্বর, ঋণ মঞ্জুরের সময়কাল, বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ, আদায়কৃত ঋণের পরিমাণ, রেয়াতি সুদ আরোপের ফলে ক্ষতির পরিমাণ (১০% হারে সুদ − ৫% হারে সুদ = সুদক্ষতির পরিমাণ) ইত্যাদি} ঋণগ্রহীতাওয়ারী সংশ্লিষ্ট বছর সমাপ্তির পরবর্তী মাসের ১০(দশ) তারিখের মধ্যে এরিয়া/বিভাগীয় কার্যালয়ে পৌঁছানো নিশ্চিত করবে। এরিয়া/বিভাগীয় কার্যালয় শাখা ও ঋণগ্রহীতাওয়ারী একীভূত বিবরণী ঐ মাসের ১৫(পনের) তারিখের মধ্যে প্রধান কার্যালয়ের আরসিডি-৩ এ পৌঁছানো নিশ্চিত করবে।

গ) শাখা ঋণের যথার্থতা এবং সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে আলোচ্য ঋণ বিতরণে ফলপ্রসু তদারকির যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ঘ) মঞ্জুরীর সময় নির্ধারিত মেয়াদে প্রদত্ত ঋণের উপর সুদ ক্ষতি/ভর্তুকির পরিমাণ নির্ধারিত হবে। নির্ধারিত মেয়াদ শেষে কোন ঋণ সম্পূর্ণ বা আংশিক অনাদায়ী থাকলে তার উপর রেয়াতি সুদ প্রযোজ্য হবে না। সেক্ষেত্রে মেয়াদোত্তীর্ণ বকেয়ার উপর স্বাভাবিক সুদের হারই প্রযোজ্য হবে।

ঙ) বাংলাদেশ ব্যাংক দৈবচয়ন (Random Sampling) ভিত্তিতে উক্ত খাতে রেয়াতি হারে যোগ্য বলে দাবীকৃত ঋণের কমপক্ষে ১০% ঋণ নথি সরেজমিনে যাচাই করবে এবং যাচাইকৃত ঋণের মধ্যে যে পরিমাণ নিয়মানুযায়ী প্রদেয় হয়নি মর্মে প্রমাণিত হবে তার শতকরা হার নির্ণয় করতঃ তা পুরো দাবীকৃত ঋণের উপর কার্যকরপূর্বক প্রকৃত ক্ষতিপূরণ/ভর্তুকি নির্ধারণ করবে। তদনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব হিসাব হতে সুদ ক্ষতির অর্থ পরিশোধের ব্যবস্থা করা হবে। পরবর্তীতে বাংলাদেশ ব্যাংক তা অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিকট থেকে পুনর্ভরণ আকারে গ্রহণ করবে। এ প্রেক্ষিতে ঋণ বিতরণে যাতে কোন অনিয়ম/ত্রুটি না হয় সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

১৫। অন্যান্য শর্ত ঃ ক) ব্যাংক/বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো পুনঃঅর্থায়ন গ্রহণের তারিখ হতে অনধিক ৫৪মাসের মধ্যে আসল এবং প্রতি বছর শেষে সুদ পরিশোধ করবে।

খ) উক্ত প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি গাভীকে প্রকল্পের মেয়াদকাল পাঁচ বছরের মধ্যে প্রজননকালে প্রতিবারই কৃত্রিম প্রজনন নিশ্চিত করতে হবে।

গ) সংশ্লিষ্ট শাখা এ খাতে ঋণ বিতরণের সার্বিক তথ্য (বিতরণসহ) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের উপজেলা কার্যালয়কে মাসিক বিবরণী প্রেরণ করবে। বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করার নিমিত্তে এরিয়া/বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক এতদ্সঙ্গে সংযুক্ত ছক (পরিশিষ্ট-১) অনুযায়ী তথ্য শাখা হতে সংগ্রহপূর্বক একীভূত বিবরণী মাসিক ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট মাস শেষে পরবর্তী মাসের ৭(সাত) তারিখের মধ্যে অত্র ডিপার্টমেন্ট বরাবরে প্রেরণ করতে হবে।

ঘ) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর তাদের উপজেলা কার্যালয়ের মাঠকর্মীদের মাধ্যমে নমুনা ভিত্তিতে এ স্কীমের আওতায় বিতরণকৃত ঋণের সদ্ব্যবহার যাচাই করবে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের উপজেলা কার্যালয় ঋণের সদ্ব্যবহারের কোন বিচ্যুতি পেলে তা সরাসরি ঋণ প্রদানকারী ব্যাংক শাখাকে জানাবে। ব্যাংক শাখা ত্রুটি-বিচ্যুতি নিরসনে ব্যর্থ হলে প্রাণিসম্পদ বিভাগের উপজেলা কার্যালয় তাদের অধিদপ্তরকে জানাবে। পরবর্তীতে অধিদপ্তর বাংলাদেশ ব্যাংককে জানাবে। বিষয়টি পরিহারের নিমিত্তে ঋণ বিতরণে যাতে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি না হয় সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

১৬। দায়-দেনা ও সিআইবি রিপোর্ট গ্রহণ ঃ উদ্যোক্তার নিকট হতে দায়-দেনার ঘোষণা গ্রহণ করতে হবে। ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে খেলাপী দায়দেনা থাকলে ঋণ বিতরণ করা যাবে না। এ ক্ষেত্রে ব্যাংকের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী হালনাগাদ সন্তোষজনক সিআইবি রিপোর্ট অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।

১৭। বরাদ্দ ঃ এ ঋণ কর্মসূচির আওতায় বরাদ্দের পরিমাণ ২০.০০ (বিশ) কোটি টাকা। এরিয়া/বিভাগ ভিত্তিক বরাদ্দের তালিকা 'পরিশিষ্ট-২' এ সংযুক্ত করা হলো। মাঠ পর্যায়ে প্রদত্ত বরাদ্দ হ্রাস/বৃদ্ধি করার ক্ষমতা প্রধান কার্যালয়ের রিটেইল কাস্টমার ডিপার্টমেন্ট-৩ এর উপর ন্যস্ত থাকবে।

চলমান পাতা- ৩

বিষয় ঃ- 'দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম' এর নীতিমালা প্রসঙ্গে।

১৮। পুনঃঅর্থায়ন আবেদন পদ্ধতি ঃ প্রকৃত খামারী (একক ও যৌথ) এর অনুকূলে ঋণ বিতরণ করে নিম্নোক্ত তথ্য/কাগজপত্রসহ নির্ধারিত ছকে (ছক সংযুক্ত) মাসিক ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট এরিয়া অফিসের মাধ্যমে রিটেইল কাস্টমার ডিপার্টমেন্ট-৩, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা বরাবরে পুনঃঅর্থায়ন দাবী (পরিশিষ্ট-৩) পেশ করতে হবেঃ-

– গ্রাহকের আবেদনপত্রের কপি (পরিশিষ্ট-৪)।

– গ্রাহকের অনুকূলে ঋণসীমা মঞ্জুরিপত্রের কপি (পরিশিষ্ট-৫);

– গ্রাহক পর্যায়ে প্রকৃত ঋণ প্রদান সংক্রান্ত সনদপত্র (পরিশিষ্ট-৬);

– ঋণ প্রদানের সমন্বিত বিবরণী (পরিশিষ্ট-৭)।

১৯। পুনঃঅর্থায়ন পরিশোধ পদ্ধতি ঃ (ক) তহবিলের মেয়াদ পূর্তির পর সুদসহ গৃহীত আসলের সমুদয় অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংককে পরিশোধ করতে হবে;

(খ) ঋণের বকেয়া নির্ধারিত তারিখের মধ্যে পরিশোধিত না হলে বাংলাদেশ তাদের সাথে রক্ষিত চলতি হিসাব বিকলন করে তা আদায়/সমন্বয় করে নেবে। এ প্রেক্ষিতে ঋণের বকেয়া আদায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিশ্চিত করতে হবে।

(গ) এ স্কীমের আওতায় প্রদত্ত ঋণের অর্থ বা এর কোন অংশের সদ্ব্যবহার হয়নি মর্মে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট প্রতীয়মান হলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সে পরিমাণ অর্থের ওপর ব্যাংক রেটের অতিরিক্ত ৫% হারে সুদসহ এককালীন আদায় করা হবে। এ প্রেক্ষিতে বরাদ্দকৃত ঋণের অর্থ বিতরণের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

২০। পরীক্ষণ ও তদারকি ঃ **ঋণ বিতরণকারী শাখা কর্তৃক ঋণের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। সংশ্লিষ্ট এরিয়া/বিভাগীয় কার্যালয় এ বিষয়ে নিবিড় তদারকি করবে।**

২১। রিপোর্টিং ঃ 'দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম' এর তথ্য জেনারেল কোড নং- ০১১৭ এর অধীন গ্রামীণ ঋণ এর বিপরীতে প্রদর্শন করতে হবে।

২২। বিবরণী প্রেরণ ঃ এ ঋণ কর্মসূচির আওতায় বিতরণকৃত ঋণের মাসিক বিবরণী প্রধান কার্যালয়ের রিটেইল কাস্টমার ডিপার্টমেন্ট-৩ এর পত্র সূত্র নং- আরসিডি-৩/মাসিক বিবরণী/২০০৯ তারিখ ঃ ১২/০৭/২০০৯ এর মাধ্যমে প্রেরিত ছকে 'দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম' লিখে এরিয়া/বিভাগীয় কার্যালয়ের মাধ্যমে রিটেইল কাস্টমার ডিপার্টমেন্ট-৩, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-বরাবরে প্রেরণ করতে হবে।

এমতাবস্থায়, উপরে বর্ণিত নীতিমালা ও নির্দেশাবলী অনুসারে আলোচ্য খাতে ঋণ বিতরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে পরামর্শ দেয়া হলো।

আপনার বিশ্বস্ত,

মোঃ আহ্সান উল্লাহ্
উপ-মহাব্যবস্থাপক

মোঃ নাজিম উদ্দিন
মহাব্যবস্থাপক

অনুলিপি ঃ

১. কোম্পানী সেক্রেটারী, কোম্পানী এ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্ট, জনতা ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
২. একান্ত সচিব, সিইও এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জনতা ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৩. ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জনতা ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৪. ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সকল মহাব্যবস্থাপক, জনতা ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা;
বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা-উত্তর/ঢাকা-দক্ষিণ/চট্রগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/সিলেট/বরিশাল/রংপুর/ময়মনসিংহ/কুমিল্লা/ফরিদপুর;
লোকাল অফিস/জনতা ভবন কর্পোরেট শাখা।
৫. নথি।

পরিশিষ্ট-১

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
এরিয়া অফিস, ...

দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতে বিতরণকৃত ঋণের তথ্যাদি (..... তারিখ পর্যন্ত) ঃ

(লক্ষ টাকায়)

শাখার নাম	বিতরণকৃত ঋণ		আদায়যোগ্য ঋণের পরিমাণ	আদায়কৃত ঋণের পরিমাণ	মেয়াদোত্তীর্ণ/খেলাপী ঋণের পরিমাণ	বকেয়া স্থিতির পরিমাণ
	সংখ্যা	পরিমাণ				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নাম ও স্বাক্ষর

এরিয়া প্রধানের নাম ও স্বাক্ষর

জনতা ব্যাংক লিমিটেড

পরিশিষ্ট-২

রিটেইল কাস্টমার ডিপার্টমেন্ট-৩

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

'দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম' আওতায় ঋণ বিতরণের জন্য বরাদ্দ ঃ

(লক্ষ টাকার অংকে)

ক্রঃ নং	এরিয়া/বিভাগের নাম	বরাদ্দের পরিমাণ
০১.	ঢাকা-পূর্ব	১০.০০
০২.	ঢাকা-পশ্চিম	৩৫.০০
০৩.	ঢাকা-উত্তর	৩৫.০০
০৪.	ঢাকা-দক্ষিণ	১০.০০
০৫.	নারায়নগঞ্জ	৩০.০০
০৬.	মুন্সীগঞ্জ	২০.০০
০৭.	নরসিংদী	৫০.০০
০৮.	ফরিদপুর	৫০.০০
০৯.	মাদারীপুর	৪০.০০
১০.	ময়মনসিংহ	৬০.০০
১১.	কিশোরগঞ্জ	৪০.০০
১২.	টাঙ্গাইল	৫০.০০
১৩.	জামালপুর	৫০.০০
১৪.	চট্টগ্রাম-এ	৩০.০০
১৫.	চট্টগ্রাম-বি	৩০.০০
১৬.	চট্টগ্রাম-সি	৩০.০০
১৭.	কক্সবাজার	৫০.০০
১৮.	কুমিল্লা দক্ষিণ	৫০.০০
১৯.	কুমিল্লা উত্তর	৫০.০০
২০.	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	৪৫.০০
২১.	চাঁদপুর	৪৫.০০
২২.	নোয়াখালী	৫০.০০
২৩.	ফেনী	৫০.০০
২৪.	সিলেট	২৫.০০
২৫.	সুনামগঞ্জ	২৫.০০
২৬.	মৌলভীবাজার	২৫.০০
২৭.	হবিগঞ্জ	২৫.০০
২৮.	খুলনা	৪০.০০
২৯.	সাতক্ষীরা	৪০.০০
৩০.	যশোর	৪০.০০
৩১.	ঝিনাইদহ	৪০.০০
৩২.	মাগুরা	৪০.০০
৩৩.	কুষ্টিয়া	৪০.০০
৩৪.	চুয়াডাঙ্গা	৩৫.০০
৩৫.	বরিশাল	৪০.০০
৩৬.	ভোলা	৩০.০০
৩৭.	পটুয়াখালী	৩০.০০
৩৮.	রাজশাহী	৫০.০০
৩৯.	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	২৫.০০
৪০.	নাটোর	৫০.০০
৪১.	নওগাঁ	৫০.০০
৪২.	পাবনা	৮০.০০
৪৩.	সিরাজগঞ্জ	৮০.০০
৪৪.	বগুড়া	৫০.০০
৪৫.	রংপুর	৫০.০০
৪৬.	গাইবান্ধা	৩০.০০
৪৭.	দিনাজপুর	৫০.০০
৪৮.	ঠাকুরগাঁও	৫০.০০
৪৯.	কুড়িগ্রাম	৫০.০০
	মোট =	২০০০.০০

জনতা ব্যাংক লিঃ রিটেইল কাস্টমার ডিপার্টমেন্ট-৩ প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

পরিশিষ্ট-৩

বরাবর,
উপ-মহাব্যবস্থাপক
রিটেইল কাস্টমার ডিপার্টমেন্ট-৩
জনতা ব্যাংক লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।

বিষয় ঃ পুনঃঅর্থায়ন দাবী পেশ প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

শিরোনামীয় বিষয়ে আপনাদের ১৭/০৯/২০১৫ খ্রিঃ তারিখের আরসিডি সার্কুলার নং- ৫০/১৫ এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

উক্ত সার্কুলার মোতাবেক দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ৫(পাঁচ) বছর মেয়াদী নবায়ন/আবর্তনযোগ্য (Revolving) ২০০.০০ (দুইশত) কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের আওতায় ---/---/------- খ্রিঃ তারিখ হতে ---/---/---------- খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে প্রকৃত ঋণগ্রহীতাদের মোট ..... (কথায় ঃ .....) টাকা উপর্যুক্ত সার্কুলারে বর্ণিত শর্তাবলী পরিপালন সাপেক্ষে প্রদান করা হয়েছে। (ঋণ প্রদানের বিবরণী ও এ সংক্রান্ত সনদপত্র সংযুক্ত)।

এমতাবস্থায়, উক্ত সার্কুলার এর শর্ত মোতাবেক তিন বছর মেয়াদে মোট ..... (কথায় ঃ .....) টাকা পুনঃঅর্থায়নের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো। শর্ত মোতাবেক প্রয়োজনীয় তথ্য/কাগজপত্রাদি এতদ্সঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

আপনার বিশ্বস্ত,

এরিয়া প্রধানের স্বাক্ষর
(নামসহ সিলমোহর)

পরিশিষ্ট-৪

জনতা ব্যাংক লিমিটেড

..... শাখা

পাসপোর্ট সাইজের ছবি

'দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম' এর আওতায় ঋণের আবেদনপত্র।

ব্যবস্থাপক
জনতা ব্যাংক লিমিটেড
..... শাখা।

বিষয় ঃ দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন এর জন্য ..... (কথায় .....)
টাকা মধ্য মেয়াদী ঋণের আবেদন প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,
আমি/আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী একজন ক্ষুদ্র/প্রান্তিক/ভূমিহীন কৃষক/কিষাণী। দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন এর লক্ষ্যে বকনা বাছুর ক্রয় এবং রক্ষণাবেক্ষণ/লালন-পালন এর জন্য আপনাদের শাখা হতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের আওতায় আমি/আমরা ..... টাকা মধ্য মেয়াদী ঋণ গ্রহণে ইচ্ছুক। আমার/আমাদের বিস্তারিত তথ্যাদি নিম্নে প্রদান করিলাম ঃ-

নাম	ঃ
পেশা	ঃ
পিতার নাম ও পেশা	ঃ
মাতার নাম ও পেশা	ঃ
স্বামীর নাম ও পেশা	ঃ
জন্ম তারিখ/বয়স	ঃ
শিক্ষাগত যোগ্যতা (যদি থাকে)	ঃ
বর্তমান আবাসিক ঠিকানা ও সেল ফোন নম্বর	ঃ
স্থায়ী ঠিকানা	ঃ
জাতীয় আইডি কার্ড নং	ঃ
বার্ষিক মোট আয়	ঃ
মোট দায় দেনার পরিমাণ (যদি থাকে)	ঃ

এমতাবস্থায়, আমি/আমরা দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজননের লক্ষ্যে বকনা বাছুর ক্রয় এবং রক্ষণাবেক্ষণ/লালন-পালন এর জন্য ..... টাকা মধ্য মেয়াদী ঋণ মঞ্জুরি প্রদানের জন্য অনুরোধ জানাইতেছি। উক্ত ঋণ মঞ্জুর করা হলে আমি/আমরা ব্যাংকের সকল প্রকার নিয়মাচার মানিয়া চলিব এবং যথাসময়ে ব্যাংকের পাওনা পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিব।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর	ঃ
পূর্ণ নাম	ঃ
তারিখ	ঃ

সনাক্তকারীর নাম ও স্বাক্ষর ঃ

(স্কুল/কলেজের শিক্ষক/সরকারী/আধা-সরকারী
প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা এবং গণ্যমান্য ব্যক্তি)

জনতা ব্যাংক লিঃ রিটেইল কাস্টমার ডিপার্টমেন্ট-৩ প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

অঃপৃঃদ্রঃ

ব্যাংক শাখা কর্তৃক পূরণ করতে হবে।

মঞ্জুরকৃত ঋণের পরিমাণ	ঃ	..... (কথায় ঃ .....) টাকা।
ক্রয়তব্য বকনা বাছুরের সংখ্যা	ঃ	.....
সুদের হার	ঃ	৫% (রেয়াতি সুদ হার)।
ঋণের মেয়াদ	ঃ	৫৪ (চুয়ান্ন) মাস।
গ্রেস পিরিয়ড	ঃ	১৪ (চৌদ্দ) মাস।
কিস্তির সংখ্যা	ঃ	৪০টি (৪০টি মাসিক কিস্তিতে সুদসমেত আসল আদায়যোগ্য)।
১ম কিস্তি পরিশোধের তারিখ	ঃ	ঋণ বিতরণের ১৫(পনের)তম মাস থেকে আদায়যোগ্য।
জামানত	ঃ	ক) ক্রয়তব্য বকনা বাছুর হাইপোথিকেশনে থাকবে। খ) ঋণগ্রহীতাকে ঋণ পরিশোধের বিষয়ে ব্যক্তিগত গ্যারান্টি প্রদান করতে হবে। গ) ঋণগ্রহীতাকে ব্যাংকের নিকট গ্রহণযোগ্য তৃতীয় পক্ষীয় গ্যারান্টি প্রদান করতে হবে। (তৃতীয় পক্ষীয় অপর ব্যক্তি বলতে সংশ্লিষ্ট এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাসরত প্রাইমারী স্কুল/হাই স্কুল/কলেজের শিক্ষক/পোষ্টমাস্টার/মসজিদের ইমাম/পল্লী ডাক্তার/সরকারী/ আধা-সরকারী/স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা এবং সমাজের সম্মানিত/গণ্যমান্য ব্যক্তিকে বুঝাবে।) ঘ) স্বামী/পিতা/ভাই/পুত্র/নিকট আত্মীয় এর নিকট থেকে অতিরিক্ত গ্যারান্টি প্রদান করতে হবে (ঋণগ্রহীতা মহিলা হলে)। ঙ) ঋণ অনাদায়ী থাকা অবস্থায় গাভী বিক্রয় করতে পারবে না এবং এ বিষয়ে অঙ্গীকারনামা প্রদান করতে হবে।

মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর

অফিসার
নামসহ সীল ও তারিখ

ম্যানেজার
নামসহ সীল ও তারিখ

জনতা ব্যাংক লিঃ রিটেইল কাস্টমার ডিপার্টমেন্ট-৩ প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

জনতা ব্যাংক লিমিটেড

..... শাখা

পরিশিষ্ট-৫

'দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম' এর আওতায় মঞ্জুরতব্য ঋণ এর নমুনা মঞ্জুরিপত্র।

জনাব .....
পিতা/স্বামী ঃ .....
.....
.....

বিষয় ঃ দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন এর জন্য ..... (কথায় .....) টাকা মধ্য মেয়াদী ঋণ মঞ্জুরি প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

আপনার ..... তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে আপনার অনুকূলে দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন এর লক্ষ্যে বকনা বাছুর ক্রয় এবং রক্ষণাবেক্ষণ/লালন-পালনের জন্য ..... টাকা মধ্য মেয়াদী ঋণ নিম্নবর্ণিত শর্তে মঞ্জুর করা হলো ঃ-

০১।	ঋণ কর্মসূচির নাম	ঃ দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম।
০২।	ঋণের মেয়াদ	ঃ ৫৪ (চুয়ান্ন) মাস।
০৩।	ঋণ বিতরণ সূচী	ঃ এককালীন।
০৪।	সুদের হার	ঃ ৫% (সরল সুদ)।
০৫।	গ্রেস পিরিয়ড	ঃ ১৪ (চৌদ্দ) মাস।
০৬।	কিস্তির আকার	ঃ ৪০টি (৪০টি মাসিক কিস্তিতে সুদসমেত আসল আদায়যোগ্য)।
০৭।	পরিশোধ পদ্ধতি	ঃ ঋণের ১ম কিস্তি বিতরণের পর বিতরণের তারিখ হতে ১৫(পনের)তম মাসে আদায়যোগ্য হবে এবং সুদসমেত সমূদয় অর্থ মাসিক কিস্তিতে আদায়/পরিশোধ করতে হবে।
০৮।	ডকুমেন্টেশন	ঃ ব্যাংকের প্রচলিত নিয়ম মোতাবেক চার্জ ডকুমেন্টস সম্পাদন করতে হবে।
০৯।	ঋণের নিরাপত্তা/গ্যারান্টি	ঃ ক) ক্রয়তব্য বকনা বাছুর হাইপোথিকেশনে থাকবে। খ) ঋণগ্রহীতাকে ঋণ পরিশোধের বিষয়ে ব্যক্তিগত গ্যারান্টি প্রদান করতে হবে। গ) ঋণগ্রহীতাকে ব্যাংকের নিকট গ্রহণযোগ্য তৃতীয় পক্ষীয় গ্যারান্টি প্রদান করতে হবে। (তৃতীয় পক্ষীয় অপর ব্যক্তি বলতে সংশ্লিষ্ট এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাসরত প্রাইমারী স্কুল/হাই স্কুল/ কলেজের শিক্ষক/পোষ্টমাস্টার/মসজিদের ইমাম/পল্লী ডাক্তার/সরকারী/আধা-সরকারী/ স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা এবং সমাজের সম্মানিত/গণ্যমান্য ব্যক্তিকে বুঝাবে।) ঘ) স্বামী/পিতা/ভাই/পুত্র/নিকট আত্মীয় এর নিকট থেকে অতিরিক্ত গ্যারান্টি প্রদান করতে হবে (ঋণগ্রহীতা মহিলা হলে)। ঙ) ঋণ অনাদায়ী থাকা অবস্থায় গাভী বিক্রয় করতে পারবে না মর্মে অঙ্গীকারনামা প্রদান করতে হবে।
১০।	অন্যান্য শর্ত	ঃ ক) ঋণের যথাযথ ব্যবহার না হলে কিংবা মঞ্জুরিপত্রের কোন শর্ত ভঙ্গ করলে কোন প্রকার নোটিশ প্রদান ব্যতিরেকেই ব্যাংক যে কোন সময়ে এ ঋণ বাতিল/সংশোধন/সুদাসলে আদায় করতে পারবে। খ) ঋণের টাকায় নির্ধারিত মালামাল বা উপকরণ ক্রয় বাবদ ব্যয়ের অতিরিক্ত সকল প্রকার ব্যয় আপনাকে বহন করতে হবে। গ) ঋণ অনাদায়ী থাকা অবস্থায় গাভী বিক্রয় করতে পারবে না এবং এ বিষয়ে অঙ্গীকারনামা প্রদান করতে হবে। ঘ) প্রতিটি গাভীকে প্রকল্পের মেয়াদকাল পাঁচ বছরের মধ্যে প্রজননকালে প্রতিবারই কৃত্রিম প্রজনন নিশ্চিত করতে হবে।

উপর্যুক্ত শর্তাবলীতে সম্মত থাকলে এ মঞ্জুরি পত্রের ডুপ্লিকেট কপিতে 'মঞ্জুরিপত্রের শর্তে সম্মত আছি' উল্লেখপূর্বক আপনার সম্মতিসূচক স্বাক্ষর প্রদানের জন্য পরামর্শ দেয়া হলো।

ধন্যবাদান্তে,

আপনার বিশ্বস্ত

অফিসার
নামসহ সীল ও তারিখ

ম্যানেজার
নামসহ সীল ও তারিখ

পরিশিষ্ট-৬

প্রকৃত ঋণ বিতরণ সংক্রান্ত সনদপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ৫(পাঁচ) বছর মেয়াদী নবায়ন/আবর্তনযোগ্য (Revolving) ২০০.০০ (দুইশত) কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের আওতায় অত্র শাখা কর্তৃক ---/---/---------- খ্রিঃ তারিখ হতে ---/---/---------- খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে মোট ..... (কথায় ঃ .....) টাকা আরসিডি সার্কুলার নং-৫০/১৫ তারিখ ঃ ১৭/০৯/২০১৫ খ্রিঃ এর শর্তাবলী পরিপালন সাপেক্ষে প্রকৃত ঋণগ্রহীতাদের ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর	ব্যবস্থাপকের স্বাক্ষর
(নামসহ সিলমোহর)	(নামসহ সিলমোহর)
তারিখ ঃ	তারিখ ঃ .....

পরিশিষ্ট-৭

দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ৫ বছর মেয়াদী পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের আওতায় প্রকৃত খামারীদের (একক ও যৌথ) প্রদত্ত চলতি মূলধনের সমন্বিত বিবরণী ঃ

শাখার নাম ঃ ..... মাসের নাম ঃ .....

(লক্ষ টাকায়)

ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	খামারের প্রকৃতি (একক/যৌথ)	হিসাব নম্বর	ঋণের প্রকৃতি	ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত অর্থের পরিমাণ	মঞ্জুরীর তারিখ	মেয়াদ	মঞ্জুরীকৃত অর্থের বিপরীতে ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ	মন্তব্য

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নাম ও স্বাক্ষর শাখা প্রধানের নাম ও স্বাক্ষর